



আমার মতো অনেকেরই ধারণা, বাংলাদেশে উত্তরপাড়ার শাসন তখনই প্রত্যক্ষভাবে দেখা দিতে পারে, যদি বিএনপি-জামায়াতকে কোনোভাবেই ক্ষমত

এবং এই ডাইরেক্ট সেনাশাসনের পেছনে আমেরিকার অনুমোদন থাকে। বর্তমান পরিস্থিতিতে মার্কিন অনুমোদন বা সম্মতি নিয়ে বাংলাদেশে প্রত্যক্ষ ও সম্ভাবনা কম। খালেদা জিয়ার ইচ্ছাতে আর্মি নড়বে না। এমনকি আর্মির সিনিয়র অফিসারদের একটা বড় অংশের ওপর সাবেক প্রধানমন্ত্রীর ভাই সাঈদ ছেলে তারেক রহমানের অশুভ প্রভাব থাকা সত্ত্বেও প্রত্যক্ষ আর্মি শাসনে আর্মিকে রাজি করানো যাবে না। আর্মির জুনিয়র অফিসারদের একটা ও এক্সান্দার ও তারেক রহমানের দৌরাণ্যে অস্ত্র ও অসম্ভব বলে ক্যান্টনমেন্টের সূত্রেই খবর পেয়েছি।

তবু সম্ভাব্য গণআন্দোলন দমনে যদি আর্মি নামে এবং শাসন ক্ষমতা প্রত্যক্ষভাবে দখল করে তাহলে বুঝতে হবে তার পেছনে কেবল বিএনপি-জামা: আমেরিকারও সাহায্য আছে। রিচার্ড বাউচারের ঢাকা সফর এবং ১১ নভেম্বরের পর দেশে কী ঘটে তা দেখার পরই আর্মি শাসনের সম্ভাবনা কতটা সত্য। এখন পর্যন্ত এই জুজুর ভয় যে নির্বাচন কমিশনের প্রধান হিসেবে আজিজকে মেনে নিয়ে আওয়ামী লীগকে নির্বাচনে আসার চাপ হিসেবে ব্যবহৃত হতে নেই। তবে আওয়ামী লীগ এই চাপ মেনে নিয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণে সম্মত হলেও বিএনপি-জামায়াত চত্র নির্বাচনে যেতে ইচ্ছুক হবে কি-না সে নিশ্চিত নই। আমার ধারণা, তারা নির্বাচন বানচালের একটার পর একটা চত্র স্ত চালিয়ে যাবেই।

আগে বেগম জিয়ার ধারণা ছিল, জামায়াতের সঙ্গে তার দলের মৈত্রী অটুট থাকলেই কেবল ফতে। নির্বাচনে তাদের হার নেই। চট্টগ্রামের মেয়র নির্বাচ পৌরসভা নির্বাচন এবং আরো কয়েকটি নির্বাচন তাদের সেই স্বপ্ন ভেঙে দিয়েছে। তারপর সারা প্রশাসনকে কুক্ষিগত করে তারা যে ইলেকশন মেকানি তৈরি করেছে, তা ভেদ করে আওয়ামী লীগসহ চৌদ্দ দলের নির্বাচন বিজয় অসম্ভব বলেই তারা ধরে নিয়েছিল। কিন্তু দেশব্যাপী যে বিশাল গণঅসন্তো তা অভ্যুত্থানে রূপ নিলে ইলেকশন মেকানিজম কোনো কাজ দেবে বলে বিএনপি-জামায়াত আর আশা করতে পারছে না। সামরিক ও অসামরিক ও সংস্থার রিপোর্ট হচ্ছে, যদি নির্বাচন শতকরা ৫০ ভাগও সুষ্ঠু ও অবাধ হয়, তাহলেও বিএনপি-জামায়াতের ভরাডুবি অনিবার্য। এই অনিবার্য পরিণতির থেকেই বিএনপি নির্বাচন বানচাল করার পায়তারা শুরু করে। ক্ষমতায় তাদের থাকতেই হবে। নইলে জনরোষে তাদের পিঠের চামড়া বাঁচবে না। সাবে ক্যান্টনমেন্টের বাসা ছাড়তে হবে। তার দল ও পরিবারের অনেককে দেশ ছাড়তে হবে। জামায়াতিদের '৭১ সালের মতো পালাতে হবে পাকিস্তান আরবে। তাই নিজেদের দলীয় ও ব্যক্তিগত স্বার্থে দেশকে তারা এক ভয়াবহ বিপর্যয়ের মুখে এনে দাঁড় করিয়েছে। সমঝোতার পরিবর্তে সংঘাতের দি সেনাবাহিনীকে দেশ শাসনে ডেকে এনে জনগণের প্রতিরোধের মুখোমুখি দাঁড় করতে চাচ্ছে।

তাদের শেষ ভরসা, ওয়াশিংটন হয়তো তাদের এই শেষ চত্র স্ত অনুমোদন দেবে। আমেরিকা তা দেবে কি-না ১২ নভেম্বরের আগেই হয়তো ও আওয়ামী লীগ যদি প্যাট্রিসিয়া এ বিউটেনিসের উপদেশ মেনে দাবি আদায়ের জন্য গণআন্দোলনের পথে না গিয়ে নির্বাচনে যেতে সম্মতি জানায়, তাহ ইচ্ছাই পূর্ণ হবে। তারা আওয়ামী লীগকে সেনসিবল ও শান্তিকামী দল বলে সার্টিফিকেট দেবেন। অন্যদিকে বিএনপি-জামায়াতের জন্য আবার ক্ষম সুগম করে দিতে চাইবেন।

ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত বিউটেনিস ২০০১ সালের অক্টোবর নির্বাচনের আগে তৎকালীন রাষ্ট্রদূত মেরি অ্যান পিটার্স যে অশুভ তৎপরতা শুরু ক এখন সেই একই তৎপরতা শুরু করেছেন। তিনি আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে দেখা করে তাকে বলে এসেছেন, আমেরিকা দেখতে চায় নির্বাচনে যাচ্ছে। কোনো স্ট্রিট ভায়োলেন্স ওয়াশিংটন দেখতে চায় না। অর্থাৎ গণআন্দোলন হচ্ছে স্ট্রিট ভায়োলেন্স এবং বিএনপি-জামায়াতের সব অবৈ কাজ চোখ বুজে মেনে নিয়ে আওয়ামী লীগকে নির্বাচনে যেতে হবে।

আওয়ামী লীগকে তার নীতি নির্ধারণের অধিকার মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে কে দিল? তিনি কি তার কূটনৈতিক অধিকার ও শিষ্টাচারের সব সীমা লঙ্ঘন আমেরিকা অন্যায়ভাবে ইরাকে গিয়ে সেখানে 'গণতন্ত্র' প্রতিষ্ঠার নামে সাড়ে ছয় লাখ নীরীহ নারী-পুরুষ-শিশুকে হত্যা করেছে এবং এখনো করছে, রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশে শান্তি ও স্বস্ত্যয়নের বাণী আওড়াচ্ছেন, ভারতের মতো দেশে গিয়ে এ ধরনের কথাবার্তা বললে তাকে 'পার্সোন নন গ্রাটা' করার দাবি বিউটেনিস যদি সত্যিই বাংলাদেশের হিতৈষী হতেন, তাহলে তার সরকারের পক্ষ থেকে বহু আগে বিএনপি-জামায়াত জোটকে কয়েকটি ন্যায্য গণ সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠানের পরিবেশ সৃষ্টির জন্য চাপ দিয়ে তা মানতে বাধ্য করতেন। অন্যদিকে চৌদ্দ দলকেও বলতেন, আন্দোলনে নামার প্রয়ো করে তিনি বিএনপি-জামায়াতের প্রত্যেকটি অবৈধ ও অগণতান্ত্রিক পদক্ষেপ মেনে নিয়ে আওয়ামী লীগকে নির্বাচনে যাওয়ার জন্য চাপ দিয়েছেন। বি চাপ যদি মানতেই হয়, তাহলে আওয়ামী লীগের উচিত নির্বাচনে না গিয়ে বিএনপি-জামায়াতকে ওয়াকওভার দিয়ে দেওয়া।

বাংলাদেশে আজ কি এমন একজন সাহসী রাজনৈতিক নেতা নেই, যিনি বিউটেনিসকে কঠোর ভাষায় তার কথাবার্তা ও তৎপরতা সংযত করার জন্য প পারেন? রাষ্ট্রদূতকে বলতে পারেন, তিনি তার কূটনৈতিক অধিকারের সীমা লঙ্ঘন করছেন? তার দেশেরই বহু আগের এক রাষ্ট্রদূত বোষ্টারের বির গণতন্ত্র হত্যা ও বঙ্গবন্ধু হত্যার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে। বাংলাদেশ সম্পর্কে নিম্ন-কিসিজ্জার যুগের সেই দৃষ্টিভঙ্গি ও নীতি আর্মে বদলায়নি?

ঢাকার সচিবালয়ের ভাষণে দেশে রাষ্ট্রপতির শাসন সম্পর্কে ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ যে কথা বলেছেন, তা তার মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছে তা মনে করা নেই। এসব কথাবার্তা ওয়েল রিহার্সড, ওয়েল টিউটোরড। তিনি শুধু সময় বুঝে আসল কথাটা ফাঁস করে দিলেন। দেশ যদি রাষ্ট্রপতিশাসিত ও নিরপেক্ষ নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কনসেন্সটি অবশ্যই এখন মৃত। বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের যে দশজন উপদেষ্টা সদস্য আছেন, রাষ্ট্রপ রাষ্ট্রপতি ইচ্ছে করলে তাদের নিয়োগ বাতিল করে তার ইচ্ছামতো নতুন উপদেষ্টা নিয়োগ করতে পারেন। তিনি সেই উপদেষ্টাদের অধিকাংশকে বি থেকেই বাছাই করতে পারেন। এভাবে বিএনপি-জামায়াতকেই আবার পেছনের দরজা দিয়ে ক্ষমতায় বসাতে পারেন। তাকে ঠেকায় কে?

তিনি দেশে নির্বাচন অনুষ্ঠানের শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নেই- এই অভ্যুত্থাত তুলে নির্বাচনও অনির্দিষ্টকালের জন্য পিছিয়ে দিতে পারেন। যদি চৌদ্দ দল এই আন্দোলন করতে চায় তাহলে রাষ্ট্রপতিই তো সেনাবাহিনীর দায়িত্বে আছেন। তিনি তাদের গণআন্দোলন দমনের হুকুম দেবেন। আর তিনি যদি নির্বাচন নেপথ্যের নির্দেশ পান এবং আওয়ামী লীগ সেই নির্বাচনে না আসে এবং নবগঠিত লিবারেল ডেমোক্রা টিক পার্টিও, তাহলে এরশাদ যাতে সংসদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে গৃহপালিত প্রধান বিরোধী দলের ভূমিকায় নামতে পারেন, সেই ব্যবস্থা করা হবে। এরশাদ সেই আশাতেই হয়তো আপাতত চারদর্ দেওয়া থেকে বিরত রয়েছেন। এই সম্ভাব্য সিনারিওটি যদি রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিন বাস্তবায়িত করতে পারেন, তাহলে আর্মি ডাকার বা প্রত্যক্ষ আর্মি শা

কি? আর্মি তো রাষ্ট্রপতির মুঠোতেই। তিনি যেমন খুশি তাদের ব্যবহার করতে পারেন। আসলে তার শক্তির ও ক্ষমতার উৎস তো ক্যান্টনমেন্টেই। ১১ নভেম্বরের পর শেখ হাসিনা ও চৌদ্দ দল কী সিদ্ধান্ত নেবেন, দেশের মানুষকে কী কর্মসূচি দেবেন তা আমি জানি না। তিনি যদি জুজুর ভয় কাটিয়ে উঠে নিয়ে সাহসী পদক্ষেপ নিতে পারেন, তাহলে এই বাঘের মুখোশ পরা এক ব্যক্তির খেয়ালখুশির অভিশাপ থেকে দেশকে বাঁচাতে পারেন। বিচারপতি আদী ইন্তফা না দিয়ে কাদের খুঁটির জোরে জেদ ও একগুঁয়েমি দেখাচ্ছেন, তা চৌদ্দ দলের নেতারা বুঝতে পারছেন না তা নয়। প্রবল গণআন্দোলনের বিউটেনিস কিংবা রাষ্ট্রপতির কারোরই সুমতি ফেরাতে পারবেন না। যে অশুভ শক্তির ভয় তারা পাচ্ছেন, তারা যে মুখোশধারী হয়ে ইতিমধ্যেই দেশের : আছে, তা হয়তো বুঝেও চৌদ্দ দল না বোঝার ভান করছে। দাবি আদায় ছাড়া নির্বাচনে গেলেও নির্বাচন বিলম্বিত অথবা বানচাল করার জন্য বিএনপি : হবে না। এখন ১৫ জানুয়ারির মধ্যে নির্বাচন করার কথা বললেও বিএনপির আস্তিনের তলায় আসল পরিকল্পনা কী তা আগেই বলেছি। তাদের লীগবিহীন নির্বাচন করা।

আওয়ামী লীগ তথা চৌদ্দ দল এখন কী করবে? তাদের সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করছে দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ। রাষ্ট্রপতি ইয়াজউদ্দিন সচিবালয়ের বিড়াল বের করে দিয়েছেন। এখন আওয়ামী লীগকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে, সাহস করে এই বিড়ালের গলায় তারা ঘণ্টা পরাবেন, না বিড়ালের ভয়ে আত বিপর্যয়ের সমুদ্রে ঝাঁপ দেবেন?

লন্ডন, ১০ নভেম্বর, শুক্র বার, ২০০৬

Print

Editor: Abed Khan

Published By: A.K. Azad, 136, Tejgaon Industrial Area, Dhaka - 1208,
Phone: 8802-9889821, 8802-988705, 9861457, 9861408, 8853926 Fax: 8802-8855981, 8853574,

E-mail: info@shamokalbd.com

If you feel any problem please contact us at: webinfo@shamokalbd.com

Powered By: NavanaSoft